সদর দপ্তর
সিভিল এভিয়েশন অথরিটি, বাংলাদেশ

Headquarters
Civil Aviation Authority, Bangladesh

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মিতব্য ৩য় টার্মিনাল ভবনের শুভ উদ্বোধন ও ফলক উন্মোচন।

ঢাকা, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের গুরুত্ব, প্রতিবছর আকাশ পথে যাত্রী সংখ্যা প্রায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি, কার্গো পরিবহনের ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি, বিদ্যমান টার্মিনাল ভবনের ধারণ ক্ষমতার অধিক যাত্রী চলাচল এবং দেশের বর্তমান পরিবহন চাহিদা বিবেচনায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অপর্যাপ্ত অবকাঠামো ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনা করে আকাশপথে চলাচলকারী যাত্রীদের আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক সুযোগ- সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বিমান বন্দরে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

তৃতীয় টার্মিনাল ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হতে সময় লাগবে ৪ বছর। মোট প্রকল্প ব্যয় প্রায় ২১৪০০ (একুশ হাজার চারশত) কোটি টাকা। ৩০ লাখ বর্গফুট জায়গায় তিনতলা বিশিষ্ট এ টার্মিনাল ভবনটির আয়তন হবে ২ লক্ষ ৩০ হাজার বর্গমিটার এবং লম্বা ৭০০ মিটার ও চওড়া ২০০মিটার। এ ভবনটির নকশা করেছেন রোহানি বাহারিন। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সিপিজি কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুর এর স্থপতি। এর পূর্বে এ স্বনামধন্য স্থপতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবনের নকশা করেছেন। ৩য় টার্মিনাল ভবনে প্রথম পর্যায়ে ১২টি বোর্ডিং ব্রিজ চালু করা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে আরও ১৪টি বোর্ডিং ব্রিজ স্থাপন করা হবে।বহির্গমনে মোট ১১৫টি চেক-ইন-কাউন্টার থাকবে, এর মধ্যে ১৫টি থাকবে সেলফ্ সার্ভিস চেক ইন কাউন্টার। আগমনী লাউঞ্জে ৫টি স্বয়ংক্রিয় চেক ইন কাউন্টারসহমোট ৫৯টি পাসপোর্ট চেক ইন কাউন্টার থাকবে। এছাড়া, ১০টি স্বয়ংক্রিয় পাসপোর্ট কন্ট্রোল কাউন্টারসহ মোট ৬৬টি ডিপার্চার ইমিগ্রেশন কাউন্টার থাকবে। তৃতীয় টার্মিনালের সাথে মাল্টিলেভেল কার পার্কিং ভবন নির্মাণ করা হবে। সেখানে প্রায় ১২৫০টি গাড়ি পাকিং এর ব্যবস্থা থাকবে। তৃতীয় টার্মিনাল ভবনের ভিতরেই ভিভিআইপি ও ভিআইপিবৃন্দের জন্য সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন আলাদা নির্ধারিত অংশ থাকবে। শুধু তৃতীয় টার্মিনাল ভবন দিয়ে বছরে ১ কোটি ২০ লাখ যাত্রীর সেবা দেয়া সম্ভব হবে ।

তৃতীয় টার্মিনাল ভবন নির্মিত হলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দিয়ে বছরে প্রায় ২ কোটি যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। শাহজালাল বিমান বন্দরের উত্তর পাশে রয়েছে রফতানি ও আমদানি কার্গো ভিলেজ। বর্তমান কার্গো ভিলেজের উত্তর পাশে যথাক্রমে ৩৬ হাজার বর্গমিটার ও ২৭ হাজার বর্গমিটার আয়তনের সর্বাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন দুটি পৃথক আমদানি ও রফতানি কার্গো ভিলেজ নির্মাণ করা হবে। তৃতীয় টার্মিনাল ভবনের সঙ্গে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ পথ ও উড়াল সেতু নির্মাণ করা হবে। যার মাধ্যমে মেট্রোরেল ও ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের সংযোগ ব্যবস্থা থাকবে। তৃতীয় টার্মিনালে থাকবে অত্যাধুনিক আন্তর্জাতিক মানের অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা। পাশাপাশি লাউঞ্জ, দোকান, রেস্টুরেন্টসহ আন্তর্জাতিক মানের অত্যাধুনিক যাত্রী সেবার সুবিধা রাখা হবে।এছাড়াও ৩য় টার্মিনাল ভবনে ১৬টি আগমনী ব্যাগেজ বেল্ট স্থাপন করা হবে।

Aviation Dhaka Consortium (ADC) এর মাধ্যমে মিটসুবিশি ও ফুজিটা, জাপান এবং স্যামসাং, কোরিয়া এ তিনটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ৩য় টার্মিনাল ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করবে। এ সকল বিষয়ে সার্বক্ষণিক তদারকির কাজে নিয়োজিত থাকবেন Nippon Koei, Japan- CPG (Singapore)- DDC বাংলাদেশ লিমিটেড এর Join Venture প্রতিষ্ঠানের স্থপতি ও প্রকৌশলীগণ। সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকবেন বিমানবন্দর নির্মাণে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের অভিজ্ঞ প্রকৌশলীগণ।

অত্যাধুনিক এ টার্মিনাল ভবনের কাজ শেষ হলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জল হবে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক দেশের বিমান সংস্থার বিমানের এ বিমানবন্দর দিয়ে চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ তথা দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে, আকাশপথে চলাচলকারী যাত্রীদের বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থলে আগমনের পর বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রাণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি, সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মহিবুল হক ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান সংবর্ধনা জানান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মিতব্য তৃতীয় টার্মিনাল ভবনের শুভ উদ্বোধন ও ফলক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মফিদুর রহমান। পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত নাওকি ইতো, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রাণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মহিবুল হক, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রাণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব র. আ. ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এমপি, ও অনুষ্ঠানের সভাপতি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রাণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, এমপি। এরপর প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে মন্ত্রীপরিষদ সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, তিনবাহিনী প্রধানগণ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদুত সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

(এ,কে,এম,রেজাউল করিম)
গণসংযোগ কর্মকর্তা

Mailing Address : CAAB Headquarters, Kurmitola, Dhaka-1229, Bangladesh, AFTN : VGHQYAYX,
Telephone : 8901904-18, 8901881-83, 7912738-9, Fax : 88-02-8901411, Website : www.caab.gov.bd